দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪ ...

ছাত্রীকে যৌন হয়রানি ॥ স্কুলে তালা ঝুলিয়ে সড়ক অবরোধ

পঞ্চগড়ে শিক্ষক সাসপেন্ড

স্টাফ রিপোর্টার, পঞ্চগড় ॥ দেবীগঞ্জ উপজেলার রামগঞ্জ বিলাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে কোচিংয়ের সময় যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ অভিভাবক ও স্থানীয়রা মঙ্গলবার সকালে ওই বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিনভর দেবীগঞ্জ-পঞ্চগড় সড়ক অবরোধ করে রাখে। পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। বিকেলে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিলে অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। এদিকে প্রধান শিক্ষককে অভিযোগ দেয়ার পর স্থানীয় প্রভাবশালী একটি মহলের চাপে ওই ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, দেবীগঞ্জ উপজেলার টেপ্রিগঞ্জ ইউনিয়নের রামগঞ্জ বিলাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক জামিউল হক প্রধান প্রতিদিন সকাল ৬টায় বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে কোচিং করাতেন। রবিবার সকাল ৬টায় ওই ছাত্রী কোচিং করতে এলে শিক্ষক জামিউল তাকে একা পেয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। একপর্যায়ে ওই ছাত্রী বই-খাতা ফেলে কৌশলে পালিয়ে তার মায়ের কাছে অভিযোগ করে। পরে ওই ছাত্রীর বাবা প্রধান শিক্ষক গোলাম আযমের কাছে একটি অভিযোগ করেন। দুইদিন ধরে প্রধান শিক্ষক এ ঘটনার কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় অভিভাবক আজাহার আলী বলেন, ওই শিক্ষক এর আগেও তার এক ছাত্রীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করেছে। এখন তার সন্তানের সমান একটি মেয়েও তার হাত থেকে রক্ষা না পেলে আমরা কিভাবে ওই স্কুলে সন্তানদের পাঠাব? অভিভাবক মিজানুর রহমান বলেন, আমরা জামিউল নামের ওই শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। কর্তৃপক্ষ যদি তার শাস্তির ব্যবস্থা না করে তাহলে আমরা আমাদের সন্তানদের এই স্কুলে পাঠাব না।

অভিভাবক আলতাফ হোসেন বলেন, এই তো কিছুদিন আগে ওই শিক্ষক তার বাড়ির কাজের মেয়েকে যৌন হয়রানির দায়ে সালিশের মাধ্যমে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছে। আমরা চাই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করুক এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা নিক। রামগঞ্জ বিলাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও টেপ্রিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রহমান সরকার বলেন, বিকেলে জরুরী মিটিংয়ের মাধ্যমে অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষিকাকে উত্ত্যক্ত ॥ বখাটেকে জুতাপেটা

সংবাদদাতা, বেড়া, পাবনা থেকে জানান, বেড়া উপজেলার কাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকাকে উত্ত্যক্তকারী মাসুম (৩৫) নামের বখাটে যুবককে স্থানীয়রা বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষ থেকে আটক করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। বখাটে মাসুম পাবনা সদর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের বাদশা হোসেনের ছেলে ও ২ সন্তানের জনক। কাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রুমানা পারভীন জানান, মাসুম নামের বখাটে যুবক তাকে দীর্ঘদিন ধরে মোবাইল ফোনে এবং রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে সে তার স্কুলে এসে হাজির হয় ও তাকে বিয়ে না করলে তুলে নিয়ে যাবার হুমকি দেয়। এ সময় তিনি বিষয়টি তার সহকর্মী ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের জানান।